যুগান্তর

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 20 ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সৃজনশীলে অস্পষ্ট ধারণা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের

আবু বকর রাহাত, *চবি প্রতিনিধি*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র নিয়ে এই স্কুলের শিক্ষকদেরই ধারণা স্পষ্ট নয়, শিক্ষার্থীদের অবস্থা যে নাজুক তা বলাই বাহুল্য। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ফজলুল হকও বিষয়টি স্বীকার করেছেন অকপটে। তিনি জানান, স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে যেখানে শিক্ষকরাই বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারছেন না, সেখানে শিক্ষার্থীরা কিভাবে সৃজনশীল বিষয় রপ্ত করবে। আর এই সুযোগে এলাকায় গজিয়ে উঠেছে ডজন ডজন কোচিং সেন্টার। বেড়েছে গাইড বইয়ের প্রচলন। স্কুল শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যও বেড়েছে। ফলে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। আর অভিভাবকরাও আছেন ধোঁয়াশার মধ্যে। বুঝে উঠতে পারছেন না সন্তানের ভালো ফলের জন্য কি করবেন। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, শিক্ষকরা সেই পুরনো শিক্ষার্থীদের : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

শিক্ষার্থীদের : সৃজনশীলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ধাঁচেই সমানতালে পড়িয়ে যাচ্ছেন। কেউ এসে পাঠ্যবই থেকে দেখে দু'চার পৃষ্ঠা পড়িয়ে চলে যাচ্ছেন। কোনো শিক্ষক বই দাগিয়ে দিচ্ছেন পড়ার জন্য। আবার কেউ বা গাইড বই থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন দাগিয়ে দিচ্ছেন মুখস্থ করার জন্য।

ফলে সৃজনশীল নিয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। তাদের ধারণা, সৃজনশীল মানে হল বই থেকে সরাসরি প্রশ্ন আসবে না, গাইড থেকে অতিরিক্ত প্রশ্ন পড়লেই কেবল শতভাগ প্রশ্ন কমন পড়বে। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল তা তাদের কেউ শুধরে দিচ্ছে না। দশম শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্র নুরুল আবছার মানিক জানায়, গণিতসহ সব কটি বিষয় সৃজনশীল হওয়ায় তাদের বেগ পেতে হচ্ছে। নবম শ্রেণীর মানবিকের শিক্ষার্থী সুনাইয়া আক্তার জানায়, গণিত বিষয় এমনিতে কঠিন, তার ওপর সৃজনশীল। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

অধ্যক্ষ ফজলুল হক

অভিভাবকরাও আছেন ধোঁয়াশায়। স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের আগে শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। তাই শিক্ষার্থীরা গণহারে গণিতসহ একটু কঠিন বিষয়ে ফেল করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকদের অদক্ষতাকেই দায়ী করছেন তিনি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের দাবিও জানিয়েছেন অনেকে।

অধ্যক্ষের বক্তব্যেও শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি জানান, স্কুলের ৪২ জন শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ১৫-১৬ জন বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদে প্রশিক্ষিত। সৃজনশীলে তার স্কুলের শিক্ষকদের ধারণা যে অস্পষ্ট সেটি তিনি অকপটেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, এটি একটি জাতীয় সমস্যা। সরকার যে লক্ষ্য নিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছে তা ভালো। কিন্তু স্বল্প সময়ের প্রশিক্ষণে যেখানে শিক্ষকরাই বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারছেন না, সেখানে শিক্ষার্থীরা কিভাবে সৃজনশীল বিষয় রপ্ত করবে। তিনি বলেন, সৃজনশীলের জন্য কেবল শিক্ষকদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। শিক্ষার্থীরা যাতে বিষয়টি রপ্ত করতে পারে সেজন্য স্কুলে মনস্তত্ত্ববিদ নিয়োগ দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই এই পরিকল্পনা নিয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতি সফলভাবে প্রয়োগ করতে তার স্কুলে ব্যতিক্রমধর্মী এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান। অধ্যক্ষ বলেন, যুগান্তর যে সৃজনশীলের ভালো-মন্দ নিয়ে প্রতিবেদন করছে এটি এই মুহূর্তে জরুরি বিষয়। এখন থেকেই সৃজনশীলের প্রয়োগে সফল হওয়া না গেলে অদূর ভবিষ্যতে সরকারের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

স্কুলের মানবিক বিভাগের এক শিক্ষক জানান, তাদের কয়েকজনের দুই দিন কারও কারও এক সপ্তাহ বা পনের দিনের প্রশিক্ষণ রয়েছে সৃজনশীল বিষয়ের ওপর। বেশির ভাগের একেবারেই প্রশিক্ষণ নেই। এই ক'দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে কিংবা প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকরা কিভাবে সৃজনশীল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পাঠ দেবেন? আর শিক্ষকদের নিজেদেরই যেখানে সৃজনশীলে অস্বচ্ছ ধারণা সেখানে শিক্ষার্থীদের অবস্থা তো আরও নাজুক হওয়াটাই স্বাভাবিক। গণিতে পরীক্ষার নম্বর বণ্টনে সময়ের কথা মাথায় রাখা হয়নি বলে অনেকের অভিযোগ।